তারিখ ... 30.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

ইত্তেফাক

032

গতকাল (বৃহস্পতিবার) শেরে বাংলা নগর মানিক মিয়া এভিনিউতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে বক্তৃতা করেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ —ইত্তেফাক

শিক্ষকতা পেশা জাতীয়করণ প্রশ্নে কমিটি গঠন করা হইবে

# শিক্ষাঙ্গন হইতে রাজনীতিকে চিরদিনের জন্য নির্বাসন দিতে হইবে ॥ এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশের শিক্ষক সমাজকে সমাজে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার তাঁহার ঘোষিত নীতি পুনর্ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি ছাত্র সমাজকে রাজনীতিমুক্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ইসলামী জীবনাদর্শে দীক্ষিত করার আহ্বান জানান।

তিনি গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে শেরেবাংলানগরে মানিক মিয়া এভেনিউতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন। ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ সম্মেলনে ফেডারেশন নেতাদের 'মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ শিক্ষার সাবিক জাতীয়করণ' দাবীর প্রেক্ষিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও দুই মাসের মধ্যে উহার রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রত্যাশা আগামী দুই মাসের মধ্যেই বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... 30.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

ইত্তেফাক

## এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

ছিলেন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও শিল্পমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ ও শিক্ষামন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা এম, এ, মান্নান এবং বাকশিস সভাপতি এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ, সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির (জাহানারা রেজা) সাধারণ সম্পাদক এ, কে, এম, আলী রেজা, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মওলানা খোন্দকার নাসিরউদ্দিন, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতা সহীদুর রহমান ও বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমিতির একাংশের নেতা শেখ আমানুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাঙ্গনে 'রাজনৈতিক কলুষতা' 'বিশৃঙ্খলা, শ্লোগান, দেওয়াল লিখন, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে অবনতি এবং ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া এই অবস্থার জন্য দায়ী মহলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য শিক্ষক তথা সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলের 'লাঠিয়াল' পোষার তৎপরতার নিন্দা করিয়া শিক্ষাঙ্গন হইতে রাজনীতির চির নির্বাসনের পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট মূল্যবোধের অবক্ষয়ে দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমাদের সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, এই সংকট আমাদের জাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এই অবক্ষয়কে রোধ করিতেই হইবে; সকলকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।"

প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বহু উন্নয়নশীল দেশেই শিক্ষিতের হার ৮০ হইতে ৯০ শতাংশ, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ২০ শতাংশ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া জাতীয়-উন্নয়ন পূর্ণগতি লাভ করিতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্রদের অবশ্যই রাসুলে করিম হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবন সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে—যিনি মানবজাতির আদর্শ। ইহা তাহাদিগকে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও রসুলের আদর্শ অনুসরণের শিক্ষা দিবে।

এই প্লাটফরম' হইতে জেঃ এরশাদের রাজনৈতিক বিরোধীতাকারীর কর্মসূচীর বিরোধিতা করিয়া বলেন, শিক্ষকরা প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত আছেন এবং সব সময়ই থাকিবেন।

তিনি বলেন, তিরিশ কোটি টাকা এই বছর অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইলে মাদ্রাসা স্কুল কলেজ শিক্ষার সঠিক জাতীয়করণ করা সম্ভব, বর্তমান পদ্ধতির বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

অন্যান্য বক্তাও স্কুল কলেজ মাদ্রাসা শিক্ষার সাবিক জাতীয়করণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের দাবী জানান। সভায় প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আগামী ৫ বছরের জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে পুনঃনির্বাচিত করা হয়। মওলানা মান্নানও সেক্রেটারী জেনারেল পুনঃনির্বাচিত হন। অন্য কর্মকর্তাদের বেশীর ভাগই পূর্বেকার পদে পুনঃনির্বাচিত হন।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনীতি হইতে মুক্ত এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নতি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির ভবিষ্যত ও পিতা-মাতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত ছাত্ররা যাহাতে বিপদগামী হইতে না পারে সেদিকে শিক্ষকদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে এই আস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যে, ছাত্র জীবন হইতেছে জ্ঞান আহরণের সময় এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত না করিয়া তাহারা এই মূল্যবান সময় নষ্ট করিলে ইহা কেবল তাহাদের নিজেদেরই নয় জাতিরও ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে।

প্রেসিডেন্ট বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন, সরকার চলতি বছর শিক্ষাখাতের জন্য এ যাবৎ কালের বৃহত্তম অংকের অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহাছাড়া দেশে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে মঞ্জুরী প্রদান করিতেছেন।

তিনি দেশে বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়া শিক্ষকদের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এ সকল উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হইলে দেশের সকল এলাকা হইতে আগত শিক্ষকরা বিভিন্ন স্বাগত শ্লোগানের মাধ্যমে তাঁহাকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার পরিবেশের বিপর্যয়, তাহজীব শৃঙ্খলা, আদব-কায়দা, শ্রদ্ধাবোধ বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আগাইয়া আসার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, "সেই আন্দোলনে আমরা আপনাদের সহিত রাস্তায় নামিতে রাজী আছি।"

তিনি বলেন, "দেশে এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা 'বিবৃতি' দেওয়ার ফ্যাক্টরী খুলিয়া বসিয়াছে।"

মওলানা আবদুল মান্নান